মেহেরপুরের গাংনী বাজারে মনোহারী গুদামঘরে অগ্নিকান্ড: লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে মনিরুল মনোহারী গুদামঘরে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে। গ্তকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, রাতে গাংনী বাজারের থানা মোড়স্থ মনিরুল মনোহারীর গুদামঘর থেকে ধোয়া বেরাতে দেখে বাজারের কয়েকজন ব্যক্তি। পরে বিষয়টি মনোহারীর মালিক মনিরুল ইসলামকে জানালে, তিনি এসে গুদামঘর খুলেন। এসময় দোকানের মালামাল পুড়তে দেখে স্থানীয় বামন্দী ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

অগ্নিকান্ডে আনুমানিক এক লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে বলে জানান, গুদামঘর মালিক মনিরুল ইসলাম।

গাংনীর ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬৯ শিক্ষকের নিয়োগে অনিয়ম !

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগ দিতে জাল করা হয়েছে শিক্ষা অধিদফতরের ডিজির প্রতিনিধি, স্কুল কমিটির সভাপতি ও সদস্যের স্বাক্ষর। দুদকের প্রাথমিক তদন্তে এ উপজেলার ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এমন অন্তত ৬৯ ভুয়া শিক্ষকের সন্ধান মিলেছে।

এ দিকে, বিষয়টি জানাজানি হলে একাধিক তদন্ত কমিটি করে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ। তনন্তে নামে দুর্নীতি দমন কমিশনও। এরইমধ্যে অনেক প্রমাণ তাদের হাতে এসেছে।

কুষ্টিয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক বুলবুল আহম্মেদ রিয়াদ বলেন, ‘এ বিষয়ে প্রাথমিক সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। আমরা আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করবো। এরপর বিস্তারিত কাগজপত্র আমরা কমিশনে দাখিল করবো।’

একটি তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. একেএম নজরুল কবীর বলেন, ‘বড় অঙ্কের টাকা লেনদেনের মাধ্যমে ভুয়া নিয়োগের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। আমরা বিষয়টি আরও তদন্ত করছি।’

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রাহিম বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে একাধিক তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। তদন্ত কমিটিগুলোকে দ্রুত তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলমান রয়েছে। আমরা আশা করছি, অবশ্যই সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে এর সুরাহা করতে পারবো।’

মেহেরপুরের তিন উপজেলায় ১৭৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫ হাজার ৫৬৯ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।

গাংনীতে তারুণ্যের মেলা উপলক্ষে পিঠা উৎসব

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় তারুণ্যের মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় পিঠা উৎসবের। জমকালো এই পিঠা উৎসবে চিতই, পাটিসাপটা ও পাকানসহ নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠার সমারোহ লক্ষ্য করা গেছে।

পিঠা উৎসবের আয়োজনকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নানা ধরনের খেলা। পিঠা উৎসবে ১২টি স্টলে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও উদ্যোক্তারা নিজেদের স্টল পরিচালনা করেন।

দিনব্যাপী এ পিঠা মেলার উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী পিঠা তৈরি করে উদ্যোক্তারা মেলায় হাজির হন। পাশাপাশি ছিল আধুনিক নানা ধরনের পিঠা। ১২টি স্টলে পিঠার পসরা সাজিয়ে বসেন তারা। সকাল থেকেই তরুণ প্রজন্ম পিঠা উৎসবে ভিড় জমান এবং নতুন ও পুরোনো নানা রকমের পিঠার সঙ্গে পরিচিত হন।

পিঠা উৎসবের এমন আয়োজনে উদ্যোক্তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাদের মতে, এ ধরনের আয়োজন তরুণ প্রজন্মকে আরও উদ্যমী ও সৃজনশীল করে তুলবে।

এছাড়াও তারুণ্যের মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। পরে আয়োজকরা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

নাজমুল হুদার বার্ষিক আয় ৪ লাখ ৭৩ হাজার টাকা

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জামায়াতের প্রার্থী মোঃ নাজমুল হুদা। তিনি জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য এবং উপজেলা সমাজকল্যাণ বিভাগের দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁর বাৎসরিক আয় ৪ লাখ ৭৩ হাজার ৫শ টাকা, যা তিনি ব্যবসা থেকে আয় করেন। তাঁর কৃষি ও অকৃষি জমি, পুকুর, বসতবাড়ি ও ব্যবসা মিলিয়ে মোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি টাকা। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জমা দেওয়া হলফনামার আয়কর বিবরণীতে তিনি এ তথ্য উল্লেখ করেছেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দেওয়া নাজমুল হুদার হলফনামা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তাঁর পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ও

অর্জিত ৩৩ শতাংশ জমি, ৫ শতাংশ পুকুর, দ্বিতল বাড়ি, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও অন্যান্য আসবাবপত্র রয়েছে। তাঁর হাতে নগদ অর্থ রয়েছে ২৬ লাখ ৪ হাজার ৩১০ টাকা, যা তিনি ব্যবসা ও নিজস্ব সম্পদ থেকে আয় করেছেন। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তিনি আয়কর দিয়েছেন ৩ হাজার টাকা।

তাঁর স্ত্রী মোছাঃ হাফিজা খাতুন একজন গৃহিণী। স্ত্রীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ১০ তোলা স্বর্ণ ও নগদ ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা রয়েছে।
নাজমুল হুদার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ৭টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি মামলায় খালাস, একটি অব্যাহতি এবং একটি প্রত্যাহার হয়েছে।

গাংনীতে এনসিপি ও জামায়াতে ইসলামীর মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মোঃ রবিউল ইসলাম।

সভায় উপস্থি ছিলেন, জামায়াতে ইসলামীর মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মোঃ নাজমুল হুদা, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর মোঃ আহসানুল হক এবং সাবেক পৌর কমিশনার আলমগীর হোসেন।

অন্যদিকে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন, যুব শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা প্রধান সমন্বয়ক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, উপজেলা যুগ্ম সমন্বয়ক সবুজ

রানা, জেলা সদস্য আমীর হামজাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জনগণের প্রত্যাশা ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপন্থা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে জনগণের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভা শেষে উভয় পক্ষই গণতন্ত্র, সুশাসন ও জনকল্যাণমূলক রাজনীতির জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ ও মতবিনিময় অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুর-২ আসনে ৩ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

মেহেরপুর-২ আসনে ৩ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। বৈধ ঘোষিত প্রার্থীরা হলেন বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন, জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকী।

শনিবার সকাল ১২টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুর-২ আসনে দাখিলকৃত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে এই তিন প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে কিছু ত্রুটি থাকায় সকালে যাচাই-বাছাই শেষে বিকেল পর্যন্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়।

পরে ত্রুটি সংশোধন করে মনোনয়নপত্র জমা দিলে তিন প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়।

মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই কালে বাতিল হওয়া প্রার্থীদের বাইরে সকল প্রার্থী ও তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের দুটি আসনে যাচাই-বাছাইয়ে ৫ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসারের উপস্থিতিতে এ যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

এ সময় জমাকৃত নথিতে ত্রুটি থাকায় মেহেরপুর-১ আসনের পাঁচজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়। অপরদিকে মেহেরপুর-১ আসনের চারজন এবং মেহেরপুর-২ আসনের তিনজন প্রার্থীকে ত্রুটি সংশোধনের জন্য সময় দেওয়া হয়। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বিকেল ৪টা পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়।

মেহেরপুর-১ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরূন, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী তাজ উদ্দিন খান, কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ (সিপিবি) মনোনীত প্রার্থী মিজানুর রহমান এবং জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী আব্দুল হামিদকে ত্রুটি সংশোধনের সময় দেওয়া হয়।

এ ছাড়া মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী আব্দুল বারীকেও ত্রুটি সংশোধনের শর্তে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সময় প্রদান করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে বিভিন্ন কারণে একাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়।

দলীয় মনোনয়ন না থাকায় কামরুল হাসান, আমিরুল ইসলাম ও রোমানা আহমেদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।

এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমান মোবুর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন না থাকা এবং ২০ নম্বর ফরম যথাযথভাবে পূরণ না করায় এনসিপি মনোনীত প্রার্থী সোহেল রানার মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়।

আমজাদ হোসেনের বার্ষিক আয় ৯ লাখ ২৬ হাজার টাকা স্থাবর ১ কোটি ৬৬ লাখ, অস্থাবর সম্পদ ১০ কোটি

মেহেরপুর—২(গাংনী) আসনের বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের বার্ষিক আয় ৯ লাখ ২৬ হাজার টাকা, অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৬৬ লাখ ৯৯ হাজার ৯৬৮ টাকা, স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে ১০ কোটি টাকার।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য মেহেরপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে দেওয়া হুলফনামায় তিনি এই তথ্য দিয়েছেন।

আমজাদ হোসেনের হলফনামা বিশ্লেষণ করে আরও জানা গেছে, তিনি বার্ষিক ৯লাখ ২৬ টাকা আয় করেন, তার মধ্যে কৃষি খাত থেকে ১লাখ ২৭ হাজার ৫শ টাকা , বাড়ি ভাড়া থেকে ৬৩ হাজার টাকা এবং ব্যবসা থেকে ৭ লাখ ৩৫ হাজার ৫শ টাকা আয় করেন।

তাঁর হাতে নগদ টাকা রয়েছে ১ কোটি ৩২ লাখ ৩৯ হাজার ৭৯৯ টাকা, অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে ১১ তোলা সোনা যার মূল্য দেখিয়েছেন ২ লাখ ৫২ হাজার ৫শ টাকা, পুরাতন ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক পণ্য ও আসবাবপত্র বাবদ দেখিয়েছেন ৮৮ হাজার ৫শ টাকা, একটি দুইনলা বন্দুক যার মূল্য ৫০ হাজার টাকা এবং একটি পিস্তুল যার মূল্য দেখিয়েছেন ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। সবমিলিয়ে আনুমানিক অস্থাবর সম্পদ দেখিয়েছেন ১ কোটি ৬০ লাখ ৪২ হাজার ২৯৯ টাকা।

স্থাবর সম্পদের মধ্যে পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত ২৫ বিঘা জমি পেয়েছেন যার মূল্য অজানা উল্লেখ করেছেন, ২৭ শতক কৃষি জমি মূল্য দেখিয়েছেন ২ হাজার টাকা, অকৃষি জমির মধ্যে ঢাকার পূবার্চলে ১০ কাঠা জমির মূল্য দেখিয়েছেন ৩৩ লাখ ১০ হাজার ২০ টাকা, এলাকায় সাড়ে ২৪ শতকের একটি জমি রয়েছে মূল্য দেখিয়েছেন ৯৫ হাজার টাকা, পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত ৩ বিঘা বাড়ির জমির মূল্য দেখাননি।

গাংনী শহরে ৩ তলা বাড়ি যার মূল্য দেখিয়েছেন ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা, টিনসেড গোডাউনের মূল্য দেখিয়েছেন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা হিসেবে ইটভাটা দেখিয়েছেন যার মূল্য দেখিয়েছেন ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। সবমিলিয়ে স্থাবর সম্পদ দেখিয়েছেন ১০ কোটি টাকা।

স্ত্রীর নামে স্থাবর সম্পদ দেখিয়েছেন ১ কোটি টাকা। যার মধ্যে সাড়ে ২৪ শতকের অকৃষি জমি ৯৮ হাজার টাকা, সাড়ে ১২ শতক জমিসহ দুই তলা ভবন ৮ লাখ ৯৩ হাজার টাকা। যে গুলো অর্জনকালীন সম্পদ হিসেবে দেখিয়েছেন।

আমজাদ হোসেনের নামে মেহেরপুর পূবালী ব্যাংকে ঋণ আছে ১৭ লাখ ২৭ হাজার ৮৫১ টাকা। আয়কর বিবরণিতে তিনি বার্ষিক আয় দেখিয়েছেন ৯ লাখ ২৬ হাজার টাকা, মোট সম্পদ দেখিয়েছেন ১ কোটি ৬৬ লাখ ৯৯ হাজার ৯৬৮ টাকা। ২০২৫—২৬ অর্থ বছরে তিনি আয়কর দিয়েছেন ৮০ হাজার টাকা। আয়কর বিবরণিতে এক সন্তানের বার্ষিক আয় দেখিয়েছেন ৩ লাখ টাকা, সন্তানের মোট সম্পদ দেখিয়েছে ৯ লাখ ১০ হাজার টাকা।

আমজাদ হোসেনের বিরুদ্ধে ৭টি মামলা ছিলো। যার মধ্যে একটি থেকে তিনি অব্যহতি পেয়েছেন এবং ৬টি থেকে খালাস পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত, আমজাদ হোসেনে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর—২ আসনে বিএনপি প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে তালা দেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হতে না পেরে বেদারুল ইসলাম নামের এক সহকারী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কলেজের

অধ্যক্ষেরব কক্ষে তালা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে অধ্যক্ষর মূল ফটোকে তালা দেওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তালা খুলে দেন। তালা দেয়াকে কেন্দ্র করে কলেজে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমিরুল ইসলাম বলেন, সকালে কলেজে গিয়ে কার্যালয়ের সামনে তালা ঝুলতে দেখতে পাই পরে বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহ শিক্ষকবৃন্দকে অবগত করি। পরে কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা কলেজে আসার পর তালা খুলে দেওয়া হয়।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের অভিভাবক সদস্য সাবেক কাউন্সিলর শাহিদুল ইসলাম জানান, আমরা জানতে পেরেছি সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হতে চেয়েছিলেন সেটি না পেরে তিনি কলেজে তালা দিয়েছেন।

সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন তিনি তালা খুলে দিয়েছেন চাবি কোথায় পাইলেন জানতে চাইলে তিনি এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হননি।

সহকারী অধ্যাপক বেদরুল ইসলাম তালা দেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ: আনোয়ার হোসেন বলেন তালা মারার বিষয়টি শুনেছি বিষয়টি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তবে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হয় এহেন কোন কর্মকান্ডের জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা জানান, গত ৩০শে ডিসেম্বর অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম অবসরে যান।

এর আগে কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক সহকারী অধ্যাপক আমিরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিষয়টি মানতে না পেরে সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম কলেজে তালা দিয়েছেন।

সরকারি ছুটির দিনেও গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিস খোলা রাখার অভিযোগ

সারা বাংলাদেশে সরকারি অফিসে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলেও সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে মেহেরপুরের গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে- এমন অভিযোগ উঠেছে সাব-রেজিস্ট্রার নাইমা ইসলামের বিরুদ্ধে।

‎স্থানীয় নেতাকর্মীরা জানান, ৩১ ডিসেম্বর বিএনপি’র চেয়ারপারসন ও সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক দিবস উপলক্ষে সরকারি ভাবে সারা দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। অথচ সেই সরকারি নির্দেশ অমান্য করে গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নিয়মিত কার্যক্রম চালু রাখা হয় বলে অভিযোগ করা হচ্ছে।

‎স্থানীয়দের অভিযোগ, সরকারি ছুটি থাকা সত্ত্বেও কোন ক্ষমতাবলে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস খোলা রাখা হয়েছে- তা বোধগম্য নয়। তারা এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকর্তার দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেন।

‎এদিকে বিষয়টি জানার পর গাংনী উপজেলা যুবদলের নেতা শাহিবুল ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে উপস্থিত হয়ে অফিস কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সারা দেশ শোকাহত।

‎এমন দিনে আপনারা কীভাবে অফিস খুলে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন-এর ব্যাখ্যা চাই।

‎এ সময় সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের অফিস সহকারী নার্গিস আক্তার জানান, অফিসের কিছু কাজ পেন্ডিং থাকায় তারা অফিস খুলেছিলেন। তবে নিষেধ করার পর তারা তাৎক্ষণিকভাবে অফিস বন্ধ করে চলে যান।

‎পরবর্তীতে এ বিষয়ে পুনরায় জানতে চাইলে অফিস সহকারী নার্গিস আক্তার অফিস খোলার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, কিছু পেন্ডিং কাজের কারণে অফিস খোলা হয়েছিল। পরে লোকজন নিষেধ করলে আমরা অফিস বন্ধ করে চলে যাই।

‎তবে অভিযোগের বিষয়ে সাব-রেজিস্ট্রার নাইমা ইসলাম অফিস খোলার বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন।

‎